বাংলাদেশ ক্যান্সার ফাউন্ডেশন হাসপাতালের व ছ त १ ७ छ भ न ८ क

Celebrating the 1st anniversary of **Bangladesh Cancer Foundation Hospital**



श्रभ काणेय कामात मध्यमन

1st national conference on CANCER prevention & care

13 July 2006 Thursday Bangladesh-China Friendship Conference Centre





১৩ জুলাই ২০০৬, বৃহষ্ণতিবার, বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র

२० वागाइ ५८५०

বাংলাদেশ ক্যান্সার ফাউডেশন জাতীয় পর্যায়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছে জেনে আমি थूमि श्रायाहि। व मध्यनस्म ठिकिश्मात भागाभागि कामात ताग প্রতিরোধের ওপরও

ক্যান্দার একটি ঘাতক ব্যাধি। এর চিকিৎসা জটিল ও দীর্ঘমেয়াদী। আবার আমাদের দেশে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগ ধরা পড়ে অনেক দেরীতে। তথন চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায় না। অথচ জনসচেতনতা সৃষ্টি হলে তিন ভাগের এক ভাগ ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ব। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে আরো এক-তৃতীয়াংশ ক্যান্সার রোগীকে চিকিৎসা করে সুস্থ করা সম্ভব। সরকার ক্যান্সার চিকিৎসার আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তবে এ ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। আর ইতিমধ্যে যারা এ

উদ্যোক্তাদের প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়ে আমি বাংলাদেশ ক্যান্সার ফাউভেশনের প্রথম জাতীয় সঞ্মেলনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। वालार शरकक, वांश्लारमन किन्नावान

(খালেদা জিয়া)





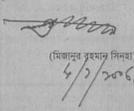
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় গণপ্রকাতনী বাংলাদেশ সরভার



সাতেনির প্রকাশিত হতে যাছে জেনে আমি আনন্দিত।

সারা বিশ্বে দিন দিন অসংক্রামক রোগের প্রকোপ বাড়ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্যাপার, ভাষাবেটিস, হৃদরোগ, ফুসফুস ও স্বাসনালীর দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। পৃথিবীতে ক্যালারে আক্রান্ত নতুন রোগীর সংখ্যা ২০০০ সালে ছিলো আনুমানিক এক কোটি। ২০২০ সালে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেরো দাড়াবে বছরে দেউ কোটিতে। বিশ্ব ব্যাপী মৃত্যুর শতকরা ১২ ডাগের জন্য দায়ী ক্যাপার। এই ক্যাপার প্রতিরোধ ও ক্যাপার রোগীদের কল্যাণ বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি 'বাংলাদেশ ক্যাপার ফাউভেশন' নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ক্যাপার ফাউভেশন এর এই আতীয় সম্মেলন ক্যান্দার রোগ চিকিৎসায় গুরুত্পূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'বাংলাদেশ ক্যাপার ফাউডেশন' এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করি।



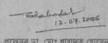
যায়া অধিদন্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার





প্রথম জাতীয় ক্যান্সার সম্মেলন আয়োজন হতে যাছে জেনে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশের ক্যান্সার চিকিৎসক্ষণ এ বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে এই সম্মেলনে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ উপস্থাপন করবেন যা সকলের অভিজ্ঞতাকে সমুদ্ধ করবে। চিকিৎসার পাশাপাশি ক্যান্ধার প্রতিরোধকে এ সম্মেলনে সমান ওরুত্ব দেয়া হচ্ছে এটাও আশার কথা। একটি কার্যকর ক্যাপার নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী প্রণয়নে এ সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি বাংলাদেশ ক্যান্সার ফাউভেশনকে ধনাবাদ জানাছি এই সম্মেলনের সর্বাঙ্গীণ সাফল কামনা করছি।

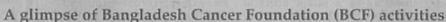




বাংলাদেশ ক্যাপার ফাউভেশন ১ম জাতীয় ক্যাপার সম্মেপন আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত। সারা পৃথিবীতে ক্যাপারে আক্রান্ত নতুন রোগীর সংখ্যা ২০০০ সালে ছিল আনুমানিক এক কোটি। ২০২০ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাড়াবে দেড় কোটিতে। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১,৯৫,০০০ থেকে ২,৬০,০০০ মানুষ নতুন করে এই রোগে আক্রান্ত হয়। জনসংখ্যা তের কোটি ধরে এই হিসাবে। এর মধ্যে বেশির ভাগ রোগীর ক্যান্সার ধরা পড়ে অনেক দেরীতে। তখন আর চিকিৎসায় তেমন ভালো ফল আশা করা যায়না। অথচ এক-তৃতীয়াংশ ক্যান্সার প্রতিরোধ করা দম্বন তথু এ বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে পাবলে। আরো এক তৃতীয়াংশ ক্যাপার চিকিৎসা করে ভালো করা সম্ভব যদি তা ধরা পড়ে একদম তরুতে। প্রতিরোধ ও সূচনায় ক্যান্সার নির্ণয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ওরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন চিকিৎসক সমাজ, গণমাধাম ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনদন্দিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

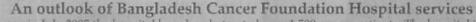
ক্যান্সার প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও ক্যান্সার রোগীদের কল্যাণে বাংলাদেশ ক্যান্সার काउँटिनर्गतं व्यायाजातं भाकना काममा कति ।

মাহকুজ আনাম শ্পাদক ও প্রকাশব मि एउँगी हात



Bangladesh Cancer Foundation (BCF) is a non-profit organisation dedicated to the task of cancer prevention and welfare of cancer patients. The hospital has been running a free drug bank and a welfare fund for the poor cancer patients, a cancer counseling service, an awareness raising programme for people at district and upazila levels and also at educational institutions, tobacco control programme and scientific research and continued medical education programme (CME). The foundation has established country's first population based cancer registry at Gazipur to promote research on the estimation of total cancer patients, the rate of cancer incidence, fatality and what kind of cancer affects what group of people. BCF has taken the initiative of establishing Early Cancer Detection Centres (ECDC) at different parts of the country. The first of such centres has already been put into operation at Joydevpur, Gazipur. BCF is now conducting a survey with four other organization like BIrdem and National Heart Foundation on risk factor of major NCDs.

BCF has taken the initiative to establish country's first specialised cancer hospital and institute exclusively for the benefit of cancer patients. To start with, it has already started operating a 30-bed hospital at Lalmatia in Dhaka at its own initiative. To help us develop this small non-profit hospital into a full-fledged hospital and institute, we seek support of the government, national and international organisations and all generous hearted people of the society. But before asking for help from others, it has been our moral duty to demonstrate our own ability and in that direction we have been running the 30-bed hospital by forming a trust with the generous support of some donor members. In continuation with its CME programme BCF is organising the first national conference and scientific seminar titled 'CANCER' --- prevention & care'. We believe this conference would play an important in updating our knowledge regarding recent advancement in cancer management & formulation of a national cancer control plan.



Since its journey in July 2005 the hospital has already treated over 1,500 cancer patients. The hospital is the only of its kind in the private sector in the country that offers specialised services to cancer patients. As part of its routine campaign on raising awareness on cancer the hospital has already carried out three, each week-long, special cancer screening programmes - two on breast cancer and the other on cervical cancer during the last one year that gathered extensive public response. In addition, the hospital runs regular weekly screening programmes on breast and cervical cancers which are examined and diagnosed at very nominal charges at the hospital itself. For poor cancer patients the charges for the diagnosis are done free of cost while those who are able to pay are

The 30-bed hospital has allocated 10 per cent of its in-patient accommodation free for any admitted poor cancer patient. The admitted patients in these beds are also treated free of charges for all diagnosis, pathological tests and other facilities available at the hospital. On every Thursday afternoon poor cancer patients can directly consult specialist doctors free of charges. The hospital carried out surgeries to 30 breast cancer patients free of all charges on March 8 this year. The event was intended to coincide with the International Women's Day and the surgeries on selected poor patients would continue every year. The hospital, managed by a trustee board, would eventually be turned, in phases, into a 200-bed full-fledged specialised cancer hospital and institute. The trustee board members seek cooperation from all spheres of life in this regard.



Inauguration of BCF



Opening of BCF free drug bank



Inauguration of breast cancer screening program



BCF organized anti-tobacco rally on world no tobacco day 2004



Team of surgical oncologists in well-equipped OT



बाद्या ७ भतिवात कमामि मञ्जनामा গণপ্রভাত্সী বাংলাদেশ সরকার

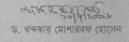


বাংলাদেশ ক্যান্সার ফাউভেশনের উদ্যোগে 'ক্যান্সার প্রতিরোধ ও চিকিৎসা' শীর্ষক প্রথম জাতীয় সঙ্গেলন ও বৈজ্ঞানিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে ফাউভেশনের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

অসংক্রামক রোগ ব্যাধীর মধ্যে ক্যাপার অন্যতম একটি প্রাণঘাতি রোগ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় সোয়া ২ লাখ লোক নতুন করে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। নতুন পুরাতন মিলিয়ে দেশ মোট ক্যান্দার রোগীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ। তামাকদেবনসহ বিভিন্ন

সরকার ক্যান্সার রোগীদের জন্য উনুত চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দক্ষো জাতীয় ক্যান্সার ইনন্টিটিউট ও হাসপাতালকে ৫০ শ্যা থেকে ৩০০ শ্যায় উন্নীত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে প্রাথমিক পর্যায়ে ১৫০ শয্যার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবার পথে। এ ছাড়াও জাতীয় ক্যান্সার ইনক্টিটিউট হাসপাতাল এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ক্যান্ধার চিকিৎসার অত্যাধুনিক শিনিয়ার এক্সেলেরেটর মেশিন স্থাপন করা হচ্ছে। দেশের বিপুল সংখ্যক ক্যান্দার রোগীর চিকিৎসার জনা সরকারি উদ্যোগে উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করা অত্যন্ত দূরহ। ক্যান্সার চিকিৎসার গতে তলতেও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ কেনো বাংলাদেশ ক্যাপার ফাউডেশন

বাংলাদেশ ক্যান্সার ফাউডেশনের উদ্যোগে ক্যান্সার প্রতিরোধ ও চিকিৎসা শীর্থক প্রথম আতীয় সম্মেলন ও বৈজ্ঞানিক অধিবেশনের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।





বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়





প্রথম জাতীয় ক্যান্সার সংখলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই সংখলনে ক্যান্সার চিকিৎসা, প্রতিরোধ ও প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগ নির্ণয়ের উপর সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকগণ তাদের গবেষণা কর্ম উপস্থাপনের মাধ্যমে এ বিষয়ে তরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশ ক্যান্সার ফাউন্ডেশন ক্যান্সার প্রতিরোধে জনসচেতনতা কর্মসূচীর পাশাপাশি नियमिञ्जात क्रिकिष्मकरम् (পশागञ उनुसान ध धतानत देवकानिक कार्यक्रम काण् ताथात, धीं।

আমি এ সম্মেলনের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

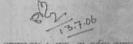




মহাসচিব বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন

বাণী

ক্যান্সার প্রতিরোধ ও চিকিৎসার উপর ওরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ ক্যান্সার ফাউডেশন প্রথম জাতীয় ক্যান্সার সম্মেলন আয়োজন করেছে জেনে আমি উদ্যোক্তাদের ধনাবাদ জানাচ্ছি। আমাদের মতো উনুয়নশীল দেশে ক্যান্সার চিকিৎসার আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধের উপর ভরুত্ব দেয়া জরুরী। ক্যান্সারের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরঙ তব্রুত্পূর্ণ। কারণ তিনভাগের এক ভাগ ক্যান্সার প্রাথমিক প্রতিরোধযোগ্য। আবার সূচনায় ক্যান্সার নির্ণয় সম্ভব হলে চিকিৎসার ভাল ফলাফল আশা করা যায়। তাই এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা জরুরী। সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বাংলাদেশ ক্যান্ধার ফাউন্ডেশন এ বিষয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। প্রথম জাতীয় ক্যানার সমেলন সফল হোক এই কামনা করছি।





Cancer awareness program in educational institutes